কমরেড লুকোস এক মডেল কমিউনিস্ট চরিত্র

চারের পাতার পর

করে নিজেকে পাল্টাতে পারেন, নিজেকে ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। এটা যে সম্ভব কমরেড লুকোস তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কমরেড লুকোসের নেতৃত্বে কেরালাতে পার্টি সিপিএমের মতো শক্তির সাথে প্রতি পদে পদে লড়াই করে করে, প্রতি ইঞ্চিতে লড়াই করে করে— তাদের অপপ্রচার, তাদের হামলা, তাদের কুৎসা— সবকিছুকে পরাস্ত করে আজকে তারা পার্টির কত বিস্তার ঘটিয়েছে সেটা ওদের রিপোর্টেই আছে, আমি আপনাদের পড়ে শোনাই। কেরালাতে ১৪টি জেলার মধ্যে ১১টি নির্বাচিত জেলা কমিটি, দু'টি অর্গানাইজিং কমিটি আছে। আরেকটি জেলায় কাজ শুরু হয়েছে, এখনও কমিটি হয়নি। সেখানে পার্টি মেম্বার ও অ্যাপ্লিক্যান্ট মেম্বার এক সহস্রাধিক, তাছাড়া কয়েক হাজার সমর্থক আছেন। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস সমস্ত সংগঠন কাজ করছে। ট্রেড ইউনিয়নের অধীনে ২৬টি ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড আছে। বিজ্ঞান ও মেডিকেল সংগঠন আছে। কমরেড ভেনুগোপাল বলে গেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুসারে, যেটা এখনও পর্যন্ত কোনও রাজ্য করতে পারেনি, তারা কেরালায় স্থায়ীভাবে 'জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি' বলে একটি গণকমিটি গড়ে তুলেছে রাজ্যব্যাপী। এটা তাঁদের কৃতিত্ব। জাস্টিস কৃষ্ণ আইয়ার ছিলেন তার চেয়ারম্যান। এই কমিটির নেতৃত্বে কেরালাতে বহু আন্দোলন হয়েছে। এই কমিটি আজও কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ আইয়ারের সাথে এত গভীর সম্পর্ক হয়েছিল যে তিনি কলকাতায় আমাদের বহু প্রোগ্রামে এসেছিলেন। কেরালার পার্টি এই কাজটা করতে পেরেছিল। কেরালাতে সেভ এডুকেশন কমিটিতে তাঁরা এক্স ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ করিমকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ডঃ করিম পার্টির একজন সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। কেরালাতে তাঁরা বহু বুদ্ধিজীবীকে এভাবে জড়ো করেছেন। কমরেড লুকোস বুদ্ধিজীবীদের যেমন আকৃষ্ট করতে পারতেন, তেমন সাধারণ মানুষকেও পারতেন। ওদের আর একটা বড় অবদান — গরিবদের জন্য একটা মেডিকেল সেন্টার বা হাসপাতাল অত্যন্ত কম খরচে তাঁরা চালান বহুদিন থেকে। রাজ্য কমিটির একজন হোলটাইমার ডাক্তার কমরেড, হোল টাইম সেখানে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও সেখানে মদবিরোধী কমিটি, নারী নির্যাতনবিরোধী কমিটি, কৃষক স্বার্থরক্ষা কমিটি, অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম— এরকম বহু সংগঠন তাঁরা গড়ে তুলেছেন। যেমন কেরালার নার্সরা রাজ্যে চাকরি না পেয়ে দেশের অন্য রাজ্যে এমনকী বিদেশে গিয়ে কাজ করেন, নানা অসুবিধায় পড়েন, অভিভাবকরা আশঙ্কায়-উদ্বেগে থাকেন, সেইজন্য পার্টি ওখানে নার্সেস পেরেন্টস ফোরাম গড়ে তুলেছে। কেরালার পার্টি বহু ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করেছে ও করে যাচ্ছে, যার জন্য ওখানে পাবলিকের কাছে একমাত্র আমাদের দলই লড়াইয়ের পার্টি হিসাবে আস্থা অর্জন করেছে। এবার কেরালায় যে ভয়াবহ বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে, তাতেও একমাত্র দল হিসাবে আমাদের দলের কর্মী-সমর্থকেরা সর্বশক্তি দিয়ে বন্যাত্রাণে ও রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেটা সর্বস্তরের জনগণ প্রশংসা করেছেন। এসব কর্মকাণ্ডে ও আন্দোলনে কমরেড লুকোস ছিলেন প্রেরণার উৎস। আপনারা শুনেছেন, কমসোমল সংগঠন সেখানে কীভাবে গড়ে উঠেছে। আমাদের পার্টির একটি বিশেষ সংগঠন হচ্ছে, পার্টি কমিউনের পূর্ববর্তী স্তর পার্টি সেন্টার। এটা বিশ্ব কমিউনিস্ট মুভমেন্টে আগে ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে যৌথজীবন গড়ে তোলার জন্য এ একটা বিশেষ সংগঠন। কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন লিডিং টু কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটিস টু ডেভেলপ ইট ফারদার কনস্ট্যান্ট কমন লিভিং— দ্যাট ইজ পার্টি সেন্টার। এটা খুবই কঠিন সংগ্রাম। এর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে, এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আছে, এর মধ্যে তিক্ততা আছে। আমাদের কমরেডদের মধ্যে বুর্জোয়া কালচারের প্রভাব আছে। বুর্জোয়া কালচারের আক্রমণ আছে। পার্টি সেন্টারেও তার প্রভাব পড়ে। আবার এখানে কমরেড ঘোষ প্রদর্শিত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামও আছে। এই সেন্টারগুলি আমরা চালাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। কেরালাতে এরকম ২৬টি পার্টি সেন্টার আছে। এগুলির সবকটিই গাইড করেছেন কমরেড লুকোস। বক্তৃতা দেওয়া, লেখা তৈরি করা, এমনকী পাবলিক অ্যাজিটেশন গড়ে তোলা অনেক সহজ, কিন্তু এক একজন করে ব্যক্তিকে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে কেরিয়ার থেকে মুক্ত করা, পারিবারিক জীবন থেকে মুক্ত করা এবং নানা প্রতিকূল আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা, এভাবে তাকে ডেভেলপ করানো, তাকে বিকশিত করা— এটা সহজ কথা নয়। এ ধরনের কয়েকশো কর্মী কমরেড লুকোস এইভাবে তৈরি করেছেন। কেরালাতে পার্টি হোলটাইমার হচ্ছে শতাধিক, যাঁরা ঘরবাড়ি, ব্যক্তিগত স্বার্থ সবকিছু ছেড়ে পার্টি নিবেদিত প্রাণ হয়ে পার্টির কাজ করছেন। কে এঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন ? হু ইজ দ্যাট লিডার ? লিডার ইজ কমরেড সি কে লুকোস — কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় সুশিক্ষিত নেতা।

কর্মীরা সেই নেতার আহ্বানেই সাড়া দেয়, সব কিছু ছেড়ে এগিয়ে আসে, যে নেতা মুখে যা বলে, কাজে-চলনে-বলনে-আচরণে-ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই কথা অনুযায়ী ক্রিয়া করে, অন্তত করার সংগ্রাম চালায়। কমরেড লুকোস এইস্তরের নেতা ছিলেন বলেই কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। তিনি রাজ্যের লিডার নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৮৮ সালে। কিন্তু তার আগে থেকেই তিনিই লিডার ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেটা বলতেন, দুই ধরনের লিডার আছেন। একটা হচ্ছে কনফারেন্সে ইলেক্টেড লিডার। আরেকটা হচ্ছে, ইলেক্টেড হোক আর না হোক, কর্মীদের শ্রদ্ধা ভালবাসা আস্থা বিশ্বাস অর্জন করে তাদের হৃদয় থেকে গ্রহণ করা নেতা। কমরেড লুকোস এই স্তর অর্জন করতে পেরেছিলেন। প্রত্যেকটি কর্মীর প্রতিটি সমস্যা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি শুনতেন, গভীর ভালবাসায় তাঁদের সাহায্য করতেন। আমি দেখেছি, শুনতেন বেশি, নিজে খুব কম কথা বলতেন। অল্প কথায় বোঝাতেন। কিন্তু যে বক্তব্য রাখতেন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, মর্মস্পর্শী আবেদন, যেটা অপরের অন্তরকে স্পর্শ করত। ছোটবড় নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাঁর সাথে মিশত। তাঁর চলন-বলন-আচরণ দেখে বোঝাই যেত না হি ওয়াজ এ লিডার। কমরেডদের সাথে যখন থাকতেন, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, অ্যাজ এ কলিগ থাকতেন। কমরেডদের সমালোচনা গ্রহণ করতেন, পার্টি কংগ্রেসের আগেও লাস্ট মিটিংয়েও যে সমালোচনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে লিখেছেন যে, আমার ক্রিটিসিজম হয়েছে, আই অ্যাম হ্যাপি বাই দ্যাট। কমরেডরা মন খুলে তাঁর সাথে কথা বলতে পারতেন। তাঁকে কিছু বলতে, মতপার্থক্য ব্যক্ত করতে কমরেডদের কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকত না। সবসময় কমরেডদের এডুকেট করতেন। আবার তাঁদের কাছ থেকে শেখার মনও ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে তিনি যেসব গুণাবলি অর্জন করেছিলেন, এর থেকে দলের অন্য নেতা ও কর্মীদেরও শিক্ষা নিতে হবে। মার্কসবাদের ক্ল্যাসিকস, কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য, পার্টির প্রকাশিত বক্তব্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। এছাড়াও সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতিরও নানা বিষয় চর্চা করতেন। দেশবিদেশের সাহিত্য ও নানা পৌরাণিক কাহিনি পড়তেন এবং ছোটদের গল্প করে করে নানা বড় মানুষদের জীবন শোনাতেন, তাদের মন বিকশিত করার জন্য। এরকম কয়েকশো শিশুকে তিনি মানুষ করেছেন। তাদের কাছে মোর দ্যান ফাদার হয়ে গিয়েছেন তিনি।

কেরালার মাটিতে যেখানে সিপিএম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমিউনিজমকে কলঙ্কিত করেছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড লুকোসের নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তার মহত্ত্ব তার শ্রেষ্ঠত্ব ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে সেখানকার পার্টি। একটা যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র কাকে বলে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই চরিত্রগুলো দেখে কেরালার সচেতন মানুষ ক্রমাগত আকৃষ্ট হচ্ছে আমাদের দলের প্রতি। কমরেড লুকোস কেরালার বুকে একটা মডেল কমিউনিস্ট ক্যারেক্টার হিসাবে সামনে এসেছেন। যার জন্য পার্টির বাইরেরও বহু মানুষের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছেন। অথচ এতটুকু অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতা-আত্মপ্রচার তাঁর মধ্যে ছিল না। আমি এই করেছি, ওই করেছি, এসব বলা তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং ছিল আরও কত কিছু করা বাকি আছে। আমাদের সঙ্গে যখন আলোচনা করতেন, একজন ছাত্রের মতো জানবার মন নিয়ে করতেন। একদিকে অত্যন্ত মৃদুভাষী, বিনয়ী, কোমল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, আবার নীতি আদর্শের প্রশ্নে অত্যন্ত দৃঢ় এবং আপসহীন ছিলেন।

প্রথম যুগে যে নেতার সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, খুব প্রিয় মনে করতেন, সেই নেতার যখন নৈতিক অধঃপতনের ঘটনা জানলেন, তিনি তখন অসুস্থ শয্যাশায়ী, খুবই ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু তীব্র ভাষায় সেই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। সেই নেতা বারবার তাঁর কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু এতটুকু বিচলিত হননি। অবিচলিতভাবে পার্টির সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এখানে আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, কমরেড শিবদাস ঘোষ মজফফরপুরে একটা স্কুল অফ পলিটিক্সে বলেছিলেন যে, আমি শিবদাস ঘোষ যে আদর্শ ও নীতির কথা বলছি, কোনওদিন যদি দেখেন আমি এতটুকু তার থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আপনারা আমাকে বের করে দেবেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা কমরেড লুকোস বুকে বহন করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সতর্ক করে গিয়েছেন, কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম। আমরা সবাই বুর্জোয়া সমাজ থেকে এসেছি। এই বুর্জোয়া সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের নয়। আজকের বুর্জোয়া সমাজ অতি নোংরা, কুৎসিত, বীভৎস। সেই পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করি। ফলে তিনি বলেছেন, প্রতি মুহূর্তে সর্বোচ্চ নেতা থেকে শুরু করে সকলকে এই ক্লেদাক্ত পরিবেশের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। সবসময় সতর্ক সজাগ থেকে লড়তে হবে। না হলে অতি ক্ষুদ্র ভাবে সঙ্গোপনেও আক্রমণ ঘটবে স্নেহ-মমতা-নাম করা-অহঙ্কারের প্রশ্নে এতটুকু দুর্বলতা থাকলে। উইপোকার মতো ভিতরটা খেয়ে দেবে। সর্বোচ্চ নেতারও রেহাই নেই। বলেছেন কোনও নেতার প্রতি অন্ধ থাকবে না। দলের স্বার্থ, বিপ্লবের স্বার্থ সর্বোচ্চ। ফলে নেতার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াবে। ইউ মাস্ট স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড ফাইট আউট বোল্ডলি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি কমরেড সি কে লুকোস নিজেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে হিসাবে প্রমাণ করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বতন নেতার ত্রুটির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেননি। এটাও আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা।

কমরেডস, মার্কসবাদী হিসাবে আমরা জানি, একটা ব্যক্তিত্ব, একটা নেতৃত্ব, একটা দক্ষতা জন্মগতভাবে আসে না। সৎভাবে চেষ্টা করলেও হয় না। আবার যেকোনও ব্যক্তি সাধারণ স্তর থেকেও অনেক উন্নত স্তরে উন্নীত হতে পারে। এটা নির্ভর করে যে সময়ে আমার অবস্থান সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আদর্শ, বিপ্লবী সংস্কৃতি— তাকে বুঝে, গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কীভাবে লড়াই করে আমি এগোচ্ছি তার ওপরে। সমস্যা আসবে, বাধা আসবে, আচমকা আক্রমণ আসবে, আপন লোক দূর হয়ে যাবে, মিত্র শত্রু হয়ে যাবে, সহযাত্রী বিরুদ্ধ পক্ষে চলে যাবে, যাকে ভালবেসে গ্রহণ করেছি তখন তার স্ট্যান্ডার্ড ছিল, একটা স্তরে এসে দেখছি সেই স্ট্যান্ডার্ড নেই, অবনমন ঘটছে। কমরেড ঘোষ বলছেন, আপস নয়, ছিটকে যাবে, নো পিসফুল কো-এগজিস্টেন্স। গুলির মুখেও যে দাঁড়াতে পারে তেমন লোকও স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালবাসায় দুর্বল হয়ে হোঁচট খায়। এক্ষেত্রেও কমরেড ঘোষের ওয়ার্নিং আছে।

আমাদের দলে নতুন ধরনের মানুষ সৃষ্টির একটা সংগ্রাম চলছে। যে সংগ্রামের পথ কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন। তিনি নিজে সৃষ্টিও করেছেন। গোটা বিশ্বে আজ কমিউনিস্ট মুভমেন্টের চরম সঙ্কট। আজকের যুগে কমিউনিস্ট হওয়া খুব কঠিন। একসময় কমিউনিজমের হাওয়ায় অনেকে কমিউনিস্ট হয়েছিল, '৪০-'৪২-'৪৫-'৫০ সালে। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, চীনের বিপ্লব, ভিয়েতনামের লড়াই, এসব একটা প্রবল জোয়ার এনেছিল, কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য মানুষের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা এসেছিল। আজ গোটা বিশ্বে প্রতিক্রিয়ার জোয়ার চলছে। কমিউনিজম সম্পর্কে মানুষের বিভ্রান্তি, হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। সেই অবস্থায় কমিউনিস্ট হওয়া, কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে রক্ষা করা এবং আজকের অধঃপতিত পরিবেশে এটা করা খুবই কঠিন সংগ্রাম। এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে কমিউনিস্ট হিসাবে কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই সংগ্রামে কমরেড লুকোস দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁর শেষ জীবনের সংগ্রাম, অসুস্থ অবস্থার সংগ্রাম কমরেড রাধাকৃষ্ণ আপনাদের কাছে রেখেছেন। কিছু কিছু আমিও লক্ষ করেছি। ওই শরীর নিয়েও সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে আসতেন। শরীরের সমস্যা বলে কোনও দিন আপত্তি করেননি। শিবপুরে যখন থাকতেন, নানা তত্ত্বগত প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করতেন। যখন আর আসতে পারছেন না, আমি দু' বার গিয়েছি কেরালাতে। একটা ক্লাসে আমি দেখেছি, তাঁকে চেয়ারে করে তুলে আনছে, তিনি শুনবেন। বেশিক্ষণ চেয়ারে বসতে পারছেন না। পাশের ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি ভেবেছি বোধহয়

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড লুকোস শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার সৃষ্টি

ছয়ের পাতার পর

রেস্টের জন্য চলে গেছেন। পরে জানলাম পাশের ঘরে শুয়ে শুনছেন। এত জানার আগ্রহ! পরের বারেও একই জিনিস দেখলাম। শরীর খারাপ, মিটিংয়ে যেতে পারব না— এসব তাঁর ছিল না। হাঁটতে পারেন না, চলতে পারেন না, এমনকী কথাও বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর ব্রেন অ্যাক্টিভ, শোনার আগ্রহ প্রবল। মুখচোখে কখনও রোগের ছাপ নেই। আমি কখনও দেখিনি। হাত-পা নাড়তে পারেন না, খেতেও পারেন না, শুতে-বসতে পারেন না, কিন্তু

হল ছাপিয়ে বাইরেও ছিলেন বহু মানুষ

কমরেডদের সামনে বা আমাদের উপস্থিতিতে চেহারার মধ্যে রোগের ছাপ নেই। মুখচোখ জ্বলজ্বল করছে। শেষবার আমি যখন গেলাম দেখা করতে, অস্ফুটে, অন্যের মাধ্যমে আমাকে কয়েকটি কথা বললেন, কেরালার পার্টিকে দেখবেন, আর বললেন, আপনার শরীরের যত্ন নেবেন। তিনি বুঝেছিলেন, মৃত্যু আসন্ন। কেরালা পার্টিকে দেখা কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তব্য।

এখানেই শেষ নয়। আরেকটা রিকোয়েস্ট আমাকে করেছিলেন যে, আমাকে সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি দিন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতেও রাখবেন না। এখানে আমি দ্বিমত জানাই। আমি বলি, আপনি অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকবেন। কারণ, আপনার পরামর্শ, মতামত আমাদের প্রয়োজন। তিনি সম্মত হন। ঘাটশিলায় যখন পার্টি কংগ্রেস চলছিল, আমি দেখছি ফটো উঠছে, ছবি তুলছে অনেকে, যেটা আজকাল ঘটে। তারপরে আমি, কমরেড হায়দার শেষে যখন ডায়াস থেকে নামছি, কেরালার কমরেড যিনি ফটো তুলছিলেন, তিনি বললেন কমরেড লুকোস আপনার সাথে কথা বলবেন। জানলাম, পুরো পার্টি কংগ্রেসের খুঁটিনাটি তিনি ভিডিওতে দেখেছেন। কখনও বসে, কখনও শুয়ে। গোটা পার্টি কংগ্রেসটা ফলো করেছেন। ডেলিবারেশন ফলো করেছেন। এই অসুস্থ শরীরেও কী প্রবল আগ্রহ! তারপর আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, রেড স্যালুট করলেন। আমরাও রেড স্যালুট জানালাম। তখনই বুঝলাম, এই তাঁর লাস্ট রেড স্যালুট।

কমরেডস, এই কমরেডটিকে আমি কেমন করে ভুলব? হোয়াট এ ক্যারেক্টার! দিস ইজ এ ক্রিয়েশন অফ কমরেড শিবদাস ঘোষ থট। এটা আমাদের সবার সামনেই একটা দৃষ্টান্ত। রোগ তাঁর কাছে পরাস্ত। হি ডিফিটেড হিজ ডিজিজ। হি ডিফিটেড অল পেইনস অফ ডিজিজ। হি ডিফিটেড ডেথ অলসো। হি উইল রিমেইন ইন দ্য হার্টস অফ দ্য কমরেডস অফ কেরালা। জেনারেশন আফটার জেনারেশন অ্যাজ দ্য বিল্ডার অফ দ্য কেরালা পার্টি। অ্যাজ দ্য বিল্ডার অফ দ্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ইন কেরালা, ফার্স্ট ইন সাউথ ইন্ডিয়া। হি উইল রিমেইন ইন দ্য হার্টস অফ অল ইন্ডিয়া কমরেডস অলসো। দিস ক্যারেক্টার ক্যানট বি ফরগটন। তিনি কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম মেইনটেইন করে কীভাবে কালেকটিভ ফাংশানিং করতে হয়, সেই শিক্ষাও একদল নেতাকে দিয়ে গেছেন। আমি বিশ্বাস করি, সেই কমরেডরা ওয়ান ম্যানের মতো দাঁড়িয়ে প্রয়াত কমরেড লুকোসের আরব্ধ কাজ সফল করবেন। এটাই হবে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

কমরেডস, আমি আর একটা কথা বলব। এর আগেও আমি বিভিন্ন মিটিংয়ে বলেছি। অন্য রাজনৈতিক আলোচনায় আজ আর যাব না। পার্টির শক্তি বাড়ছে এ কথা ঠিক। যেখানেই চেষ্টা হচ্ছে, যেখানেই কমরেড ঘোষের শিক্ষা নিয়ে আমরা যাচ্ছি সেখানেই কিছু না কিছু সাড়া পাচ্ছি। আজ সমস্ত পার্টিগুলিই ডিসক্রেডিটেড, দেউলিয়া। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি অবিভক্ত সিপিআই, তারপর সিপিআই (এম) যারা একটা সময়ে আমাদের সামনে বিশাল বাধা হিসাবে কাজ করেছে, এখন তারা নিজেরাই নিজেদের ডোবাচ্ছে। সিপিএম এখন একটা সিটের জন্য বিভিন্ন বুর্জোয়া পার্টিগুলির দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। সিপিএমের অবস্থা এখন এই। আগামী দিন আমাদের পার্টির পক্ষে আরও সম্ভাবনাময় সুযোগ নিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে একটা হুঁশিয়ারি আছে। মহান লেনিন বলেছিলেন, এক্সপ্যানশন অফ মার্কসিজম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য লোয়ারিং অফ দ্য ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল। এটা ঘটবেই তা নয়, কিন্তু আশঙ্কা থাকে। যখন কম লোক থাকে, কঠিন সংগ্রাম থাকে, কঠিন বাধা থাকে, সেই কঠিন বাধা, অত্যন্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা এগোয়, তাঁরা অনেক শক্তিশালী মজবুত হয়। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বাধা যখন কম হয়, প্রতিকূলতা কম হয়, সাফল্য অর্জন সহজতর হয়, তখন আদর্শগত ও চরিত্রগত সংগ্রামে শৈথিল্যের ঝোঁক আসে। এই ওয়ার্নিংই লেনিন দিয়েছিলেন। আমাদের কমরেডরা, লিডাররা, ইয়ঙ্গার মেম্বারস অফ দ্য সেন্ট্রাল কমিটি, স্টেট সেক্রেটারিজ, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারিজ ইউ মাস্ট কনডাক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাগল টু আপলিফট ইয়োর ইডিওলজিক্যাল, কালচারাল স্ট্যান্ডার্ড। জুনিয়াররাও নেতাদের প্রতি ব্লাইন্ড থাকবে না, কারেজিয়াসলি ফাইট করবে যখনই নেতা ভুল করছে বলে মনে হবে। যদি কমরেডরা ম্যারেড হয়, হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরের ত্রুটি দেখলে ফাইট করবে, সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নেও ফাইট করবে। মনে রাখবেন, এই একমাত্র আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, বিশ্বে একমাত্র আশার আলো।

সমস্ত মানবসভ্যতা আজ চরম সঙ্কটে। শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, মনুষ্যত্বের সঙ্কট, মানবিকতার সঙ্কট, মূল্যবোধের সঙ্কট — মানুষ বলেই কিছু থাকছে না। গোটা মানবজাতির এই অবস্থা। এর মধ্যে এই পার্টিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝান্ডাকে রক্ষা করতে হবে, মজবুত করতে হবে। শুধু কোয়ান্টিটি বাড়ালে চলবে না, কোয়ালিটি চাই। আর কোয়ালিটি রক্ষা করতে হলে ইডিওলজিক্যাল-কালচারাল স্ট্যান্ডার্ডকে আপলিফট করার এই স্ট্রাগলটা দরকার। ডোন্ট স্পেয়ার এনিওয়ান। নট ইভেন জেনারেল সেক্রেটারি অফ দ্য পার্টি, টু সেভ দ্য পার্টি, যে কথা কমরেড ঘোষ বলে গেছেন যে, আমাকেও স্পেয়ার করবে না। এই ক্ষেত্রে কমরেড লুকোসের শিক্ষাও স্মরণযোগ্য। এই কথা বলে আমি কমরেড ঘোষের একটা আবেদন আপনাদের পড়ে শোনাব, যেটা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক। ১৯৭৪ সালে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণসভায় তিনি বলেছিলেন, "... এই মূল কথাটা আপনাদের ধরতে হবে যে, ভারতবর্ষের বিপ্লব আসব আসব করছে। বুঝতে হবে, সমস্ত দিক থেকেই এই সমাজের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শাসকগোষ্ঠী কোনও কিছু দিয়েই চেষ্টা করে এই সমাজকে আর টিকিয়ে রাখতে পারছে না। ভারতবর্ষের সমাজ মুক্তিযন্ত্রণায় ছটফট করছে। শুধু মানুষের সংগঠিত সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাব আর যতটুকু ন্যূনতম শক্তি হলে জনতার এই বিপ্লবের আবেগ এবং বিপ্লবমুখী অবস্থাটাকে একটা সংগঠিত লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী লড়াইতে নামিয়ে দেওয়া যায়, ততটুকু শক্তিসম্পন্ন একটা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের অভাব। ... মানুষ পরিবর্তন চাইছে। পুরনো সমাজের মিলিটারির তাগদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া শাসকগোষ্ঠীর নির্ভর করার মতো আজ আর কিছু নেই। আর, তারা নির্ভর করছে মানুষের অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির ওপর — কিন্তু এটা খুব বড় নয়। বাস্তব অবস্থার চাপ মানুষের ওপর এত পড়ছে যে, সেই অবস্থার চাপের জন্য বিভ্রান্তির যুক্তি, ধর্মের মোহ —এইসব কোনও কিছুই মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না। বিপ্লবের জোয়ার যদি শুরু হয়, কোনও যুক্তি দিয়েই মানুষকে আটকে রাখা যাবে না। ... কিন্তু নেই কী? নেই সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন, আদর্শ, সর্বব্যাপক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল উপযুক্ত শক্তি নিয়ে। দলটা আছে, গড়ে উঠেছে, কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ লড়াইগুলো যখন ফেটে পড়ে, তখন সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট বিপ্লবী লাইনে ঠিক রাস্তা ধরে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই শুরু করিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি আজও এই দলটা অর্জন করেনি। সেই শক্তিটি যেমন করে হোক, জীবন দিয়ে কর্মীদের দ্রুত অর্জন করতে হবে। ... আগামী সময়টা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্টিটাকে দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী করে আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। আগে, ভাবলেও আমরা এ কাজ পারতাম না। কিন্তু এখন আমাদের যা সংখ্যা, তাতে আমরা প্রতিটি নেতা ও কর্মী যদি ভেবে এটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা একাজ করতে পারি। তার জন্য প্রত্যেকটি কর্মী তাঁদের আপন উদ্যোগ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী — পারুন বা না পারুন, সফলতা হোক, বিফলতা হোক, — কর্মবিমুখ না হয়ে কাজ করে যেতে হবে। এই কাজের প্রক্রিয়া হবে— একদিকে আপনারা দলের রাজনীতি বুঝে নিচ্ছেন, আরেকদিকে সেই রাজনীতির ভিত্তিতে জনতাকে যে কোনও ক্ষেত্রে হোক সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন।" এই হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের আবেদন। কমরেড সি কে লুকোসের অত্যন্ত বিরল এবং অনুসরণযোগ্য চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের এই আবেদনকে বুকে বহন করে আপনারা এই সমাবেশ থেকে যাবেন। এই বলেই আমি এখানে শেষ করছি।

কমরেড সি কে লুকোস লাল সেলাম
মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও শিক্ষক, পথপ্রদর্শক
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই মাদকাসক্তি মারণ রোগে পরিণত

শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে একটা বর্ণনা আছে, "অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশ জন স্ত্রীলোক মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে।...পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলে-মেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না! যা চাক্ষুষ করে অপূর্ব বলে উঠেছিল, নরক আর আছে কোথায়?" বাস্তবে এই নরকের ছবি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মদ ও মাদকাসক্তি ছাত্র-যুব সহ সমাজের বিস্তীর্ণ অংশে মারণ রোগের মতো তার প্রভাব বিস্তার করছে।

মদ ও মাদকে আসক্তি মানুষকে যে কতটা নিচে নামাতে পারে সে কথা অজানা নয় কারোওরই। বেশিদিন আগের কথা নয়— মদ খেয়ে মাতাল বাবা তার শিশু সন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলেছে এ খবরও তো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। মদ ও মাদক দ্রব্য এ দেশের সমাজজীবনে, কতটা গভীরতা ও ব্যাপকতায় গেড়ে বসেছে, সাম্প্রতিক একটি সরকারি পরিসংখ্যানে তা আবার প্রমাণিত। রিপোর্ট বলছে, এ দেশে ১০ থেকে ৭৫ বছরের প্রায় ১৬ কোটি মানুষ প্রায় প্রতিদিন মদ খায়। তার মধ্যে প্রায় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ নেশার কারণে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, গোয়া, অরুণাচল প্রদেশের মতো রাজ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা শতাংশে বেশি (জন সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি)। আর সংখ্যার নিরিখে উত্তরপ্রদেশে ৪ কোটি ২০ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৪০ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ১ কোটি ২০ লক্ষ। দেশের ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক নিয়মিত চরস, গাঁজা, ভাঙ খেয়ে থাকে। আফিম জাতীয় মাদক বিশেষত হেরোইনের নেশা করে ১.১৪ শতাংশ মানুষ (সূত্র ঃ এইমস দিল্লির অধীনস্থ ন্যাশনাল ডিপেনডেন্স ট্রিটমেন্ট সেন্টার কৃত সমীক্ষা)।

কেন বাড়ছে নেশাগ্রস্তের সংখ্যা? পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক, গত বছর নতুন করে ১৮০০ মদের দোকান খোলার ফরমান জারি করেছে তৃণমূল সরকার। যার পরিণতিতে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে গজিয়ে উঠছে নতুন নতুন মদের দোকান। আর টার্গেট ক্রেতা কারা? স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এমন একটা প্রচার বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করে থাকে যে, মদ খাওয়া, ধূমপান করা সাবালকত্বের মাপকাঠি, 'স্ট্যাটাস সিম্বল'! এ হেন সাবালকত্বের জেরে শুধু জনস্বাস্থ্য (শারীরিক এবং মানসিক) নয়, আঘাত নামছে পরিবারগুলির অর্থনীতির উপরেও। মাদকাসক্তিজনিত কারণে পরিবারে পরিবারে অশান্তি তথা গার্হস্থ্য হিংসা, পরিবারের মধ্যে মারাত্মক অপরাধজনিত ঘটনা বেড়েই চলেছে। দেখা যাচ্ছে চুরি-ছিনতাই থেকে খুন-ধর্ষণের মতো নৃশংস অপরাধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ স্রেফ মাদকাসক্তিজেনিত নৈতিক অবনমন। কেন না মদ ও মাদক দ্রব্যের

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

আলুর ন্যায্য দামের দাবিতে অবরোধ

আলুর দাম না পেয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর কালেক্টরেটে সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে চাষিরা রাস্তায় আলু ফেলে ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখান

ওড়িশায় বিশাল বিক্ষোভ

কৃষকের ঋণ মকুব, শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, হয় চাকরি নয় বেকারভাতা, নারী নির্যাতন বন্ধ, মদ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি দাবিতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি ভুবনেশ্বরে হাজার হাজার মানুষের মিছিল

ত্রিপুরায় এ আই ডি এস ও নেতার উপর বিজেপির ছাত্র শাখার বর্বর হামলা

সিপিএমের দেখানো পথেই চলছে ত্রিপুরা বিজেপি। তাদের ছাত্র শাখা এ বি ভি পি চলছে এস এফ আইয়ের দেখানো পথেই। গণতন্ত্র হরণ এবং বিরোধী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপর বর্বর হামলার ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা যে এক তা আবারও দেখা গেল ২৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলার রামঠাকুর কলেজে।

এদিন বেলা ১২টা নাগাদ অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য যখন কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কতিপয় এ বি ভি পি আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায় এবং আলোচনার কথা বলে তাঁকে কলেজের কাউন্সিল কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর দরজা বন্ধ করে তাঁকে ডি এস ও ছেড়ে এ বি ভি পি-তে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য রাজি না হওয়ায় তাঁকে দলবদ্ধভাবে মারধোর করে। এ বি ভি পি-র দুষ্কৃতীরা হুমকি দেয় রামঠাকুর কলেজে ডি এস ও-র কাজকর্ম বন্ধ না করলে ও সেদিন বিকালে আমতলির মণ্ডল অফিসে গিয়ে বিজেপিতে যোগ না দিলে পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে।

এই ঘটনা কোথাও প্রকাশ করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। তা সত্ত্বেও কমরেড রামপ্রসাদকে দমাতে না পেরে পরে তাঁকে আহত অবস্থায় কলেজের বাইরে ফেলে দিয়ে যায়। আহত রামপ্রসাদ আচার্য তখন ডি এস ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকারকে মোবাইলে হামলার কথা জানান। তিনি বাইকে করে আহত রামপ্রসাদকে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, শরীরের অন্যান্য অংশ ছাড়াও তাঁর বামদিকের কানে উপর্যুপরি আঘাতের ফলে পর্দার দু'জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে।

দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়ে থানায় এফ আই আর করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই দিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। সাথে সাথে সংগ্রামী ছাত্রনেতার উপর এবিভিপির হামলার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

ভারত পাকিস্তান দুই স্বাভাবিক প্রতিবেশী একযোগে লড়ুক দারিদ্র আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

সম্প্রতি পাকিস্তান এবং ভারতে উগ্র দেশপ্রেমের নামে উন্মত্ততা বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে যে অর্থহীন যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার নিন্দা করে কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তানের (সিপিপি) পলিটবুরো ২৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছে— সীমান্তের দুই পারে ব্যাপক গোলাবর্ষণ, বিমান থেকে বোমা ফেলা— এ সব কিছুই জাতীয় সম্পদের চূড়ান্ত অপচয় মাত্র। সন্দেহ নেই, এই উত্তেজনা উগ্র ধর্মান্ধ শক্তিগুলি এবং সামরিক ক্ষেত্রের কায়েমি চক্রের পক্ষে খুবই উপযোগী। এর সাথে দুই দেশের সাধারণ মানুষের ভাল থাকার কোনও সম্পর্ক নেই।

এই দুই দেশ মিলিয়ে ৭০ কোটির বেশি মানুষ অনাহারে, চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটান। এর থেকে আরও বেশি সংখ্যার মানুষের কাজের সংস্থান নেই। কৃষক, শ্রমিক, কর্মহীন অসংখ্য মানুষ ঋণের ভারে বিপর্যস্ত। এই বর্বর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেঁচে থাকতে না পেরে তাদের কেউ আত্মহত্যা করে। কেউ বা বাঁচার চেষ্টায় নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়, কেউ বা নিজের অঙ্গ বেচে চেষ্টা করে বেঁচে থাকার।

সিপিপি মনে করে, এই পরিস্থিতিতে নিজ নিজ দেশের জনগণকে কিছুই না দিতে না পারার জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শাসকরা এই অনভিপ্রেত যুদ্ধ উন্মাদনার সুযোগে সামরিক খাতে নতুন করে বিপুল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ আদায় করে নেওয়ার সুবিধা পেয়ে গেল।

সিপিপি বলেছে, দুই দেশেই ক্ষমতাসীন তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। উভয়েই তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করতে নোংরা খেলায় মেতেছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থও এর মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করছে।

ভারত এবং পাকিস্তান দুই যমজ স্বাভাবিক প্রতিবেশী এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে বিরাজ করছে। এই রকম মারমুখো উত্তেজক পরিস্থিতির বদলে উভয়েরই উচিত একে অপরের প্রতি সম্মান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে সমস্ত বকেয়া বিতর্ক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই মিটিয়ে নেওয়া। দু'দেশকে অবশ্যই একযোগে লড়তে হবে, কিন্তু তা হবে দারিদ্র, বেকারি, আশ্রয়হীনতা, ফ্যাসিবাদী চিন্তা, ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অন্ধতা, মৌলবাদ এবং নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে।

সিপিপি দুই দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, প্রগতিশীল এবং গণতন্ত্রপ্রিয় শক্তিগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে, ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ দেশের শাসক এবং সামরিক কর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে যুদ্ধ হুঙ্কারের স্থান নেয় শান্তি। তাদের আবেদন, জাতীয় সম্পদকে কামানের খাদ্যে পরিণত করা নয়— তাকে জনমুখী কর্মসূচিতে, মানুষের কর্মসংস্থানের কাজে লাগানোর জন্য জনগণের ঐক্য চাই।

রেশন কার্ডের দাবিতে গণস্বাক্ষর গড়িয়ায়

অবিলম্বে সমস্ত মানুষকে ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান, যতদিন ডিজিটাল কার্ড না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পুরনো কার্ডেই রেশন সামগ্রী প্রদানের দাবিতে গত ২ মাস ধরে গণস্বাক্ষর চালাচ্ছিল এস ইউ সি আই (সি) গড়িয়া লোকাল কমিটি। গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র ২১ ফেব্রুয়ারি সোনারপুর ব্লকের ফুড ইন্সপেক্টরের কাছে প্রদান করা হয়। দাবিগুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন খাদ্য আধিকারিক।

মাদকাসক্তি মারণ রোগে পরিণত

সাতের পাতার পর

মতো নেশায় আসক্তি মানুষকে এমন একটা মানসিক দশায় নিয়ে যায় যা মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বোধশক্তি, বিচারবোধ, সংযম, ন্যায়-নীতিবোধ হারিয়ে নেশাগ্রস্ত মানুষ অচিরেই হয়ে পড়ে অপরাধপ্রবণ ও সমাজবিমুখ।

নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণা ভুলতে, বাস্তব জীবন থেকে পলায়নবাদী মানসিকতা থেকে অথবা নিছক অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা থেকে নেশার স্বাদ নিলেও পরবর্তীতে সে তার শিকার বনে যায়। যার বিষময় ফল শেষপর্যন্ত ভোগ করে যেতে হয় তাকে, তার পরিবারকে তথা গোটা সমাজকে। অথচ সরকারি কোষাগার পূরণের লক্ষ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার মদ ও মাদকের প্রসার রোধে কোনও ব্যবস্থা তো নেয়ই না, বরং সুকৌশলে তাতে উৎসাহ বাড়িয়ে চলে। এ ছাড়া যে কোনও অত্যাচারী শাসক জানে জনগণের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়লে দীর্ঘায়িত হয় শাসন। তাই এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মদের প্রসার নীতির বদল হয় না।

চীনের জনগণকে আফিমে বুঁদ করে রেখে দীর্ঘদিন পদানত রাখতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন চীনের জনগণ। এ দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামেও একটি অন্যতম কর্মসূচি ছিল মাদক বর্জন। মদের দোকানে পিকেটিং। স্বাধীনতা পরবর্তীতে এ দেশে শাসক সরকারি দলগুলি নানাভাবে মদ ও মাদক প্রসারের নীতি নিয়ে চললেও, তার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে বহু মানুষ সামিল হচ্ছেন, এটাই আশার। জনমতের চাপে বিহারে নিষিদ্ধ হয়েছে মদ।

এ রাজ্যেও জেলায় জেলায় মানুষ সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে মদের দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করছেন প্রশাসনকে। মদের ভাঁটি ভেঙে দিচ্ছেন। এলাকায় এলাকায় গড়ে উঠছে মদ ও মাদক বিরোধী গণকমিটি। মদ নিষিদ্ধকরণের দাবিতে জেলায় জেলায় থানা ডেপুটেশন, বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। ১৫ মার্চ রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই (সি)।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com